দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 07 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪

কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন শিক্ষানীতি চালু হচ্ছে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা

বাকবিশিস-এর সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (বাকবিশিস) আয়োজনে 'শিক্ষার আধুনিকায়ন জরুরি করণীয়' শীর্ষক এক সেমিনার গতকাল (সোমবার) প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের ভিত্তিতে আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক এবং বৈষম্যহীন শিক্ষানীতি প্রণয়নসহ ড. কুদরাত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে নতুন শিক্ষানীতি তৈরির ওপর জোর দেয়া হয়। একইসঙ্গে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর ওপরও জোর দেয়া হয়। সেমিনারে প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সার্বিক শিক্ষানীতি সম্পর্কে ৩টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রধান অতিথি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান রাশেদ খান মেনন বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে শিগগিরই তারা প্রথম বৈঠকে বসবে। কয়েকমাসের মধ্যেই নতুন শিক্ষানীতি ঘোষিত হবে। এছাড়া শিগগিরই বাংলাদেশে চলমান ১১ ধরণের প্রাথমিক শিক্ষাকে একিভূত করা হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে ৪৫ শতাংশ এবং মাধ্যমিক স্তরে ৪২ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্য ও সুযোগের অভাবে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছে না। তিনি বলেন, ২০১১ সালের মধ্যেই সকল শিশুকে স্কুলমুখী করা হবে। এছাড়া শিশুদেরকে উন্নত শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তক ও কারিকুলাম সংশোধনের জন্য ইতোমধ্যে ২টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কখনওই গুরুত্ব দেয়া হয়নি বলেও তিনি মন্তব্য করেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশই কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তিনি বলেন, শিক্ষার নিম্নধারা থেকে বের হতে হলে গতানুগতিকভাবে কাজ করলে চলবে না। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রও উপেক্ষিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রত্যেক উপজেলায় ১টি করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। রাশেদ খান মেনন বলেন, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করে নতুন পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া অধিকাংশ মাদ্রাসায় জঙ্গী প্রশিক্ষণ দেয়া হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাদ্রাসাগুলোকে নীতিমালার আওতায় আনার কাজ শুরু হয়েছে। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. ম. আক্তারুজ্জামান।